R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

বিশ্বভারতীর ঐতিহ্য নষ্ট করছেন উপাচার্য

বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্যের একের পর এক বিতর্কিত পদক্ষেপ যেভাবে বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যের ওপর আঘাত হানছে, তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যকে চিঠি দিল এস ইউ সি আই (সি)। আচার্য হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ২৭ ডিসেম্বর লেখা এক চিঠিতে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য লিখেছেন, সম্প্রতি সম্মাননীয় অধ্যাপক নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের বিরুদ্ধে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বেআইনি ভাবে দখল করে রাখার অভিযোগ তুলেছেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। এই অশুভ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিভ্রান্তিকর অভিযোগ এবং উপাচার্যের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে মহান ঐতিহ্যবিরোধী সাম্প্রতিক আরও কিছু বিতর্কিত কার্যকলাপ, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও আশ্রমিক, স্থানীয় বাসিন্দা ও দেশের মানুষকে পীড়িত, ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন করেছে।

চিঠিতে তিনি বলেন, এ কথা সকলেরই জানা যে, অধ্যাপক অমর্ত্য সেন শাসক দল বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কিছু গুরুতর আদর্শগত প্রশ্ন তুলেছিলেন, যা তাদের অস্বস্তিতে ফেলেছে। সম্ভবত তারই পাল্টা হিসাবে শাসক দলের চূড়ান্ত অনুগত ও আজ্ঞাবহ বর্তমান উপাচার্য এই ধরনের অপচেষ্টা চালাচ্ছেন।

উপাচার্যের নেতৃত্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কীভাবে অধ্যাপকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনেছে এবং বিরোধিতার মুখে পড়ে বয়ান বদল করেছে, বিস্তারিত ভাবে তা উল্লেখ করা হয় চিঠিতে। কমরেড ভট্টাচার্য চিঠিতে আরও বলেন, শিক্ষার সঙ্গে সামান্যতম সংশ্লিষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও শান্তিনিকেতনে দলীয় কর্মসূচিতে আসা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে বিশ্বভারতীতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন উপাচার্য যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যের সঙ্গে একেবারেই মানানসই নয়। শুধু তাই নয়, সফরে এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত, তাঁর স্মৃতিজড়িত ও সংরক্ষিত চেয়ার, আজ পর্যন্ত যেটিতে বসার ধৃষ্টতা আর কেউ দেখাননি, সেটিতে অমিত শাহকে উপবেশন করতে দেখে দেশের সর্বস্তরের মানুষ বেদনাহত ও হতবাক হয়ে গেছে।

চিঠিতে উপাচার্যের নেতৃত্বাধীন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের এই ধরনের জঘন্য কার্যকলাপ বন্ধ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহৎ আদর্শ ও বিশ্বভারতীর মহান ঐতিহ্য রক্ষার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে আচার্য প্রধানমন্ত্রীকে।

এআইডিএসও-র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত

ভারতের বুকে সংগ্রামী বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের ঝান্ডা বহন করে চলেছে অল ইন্ডিয়া ডিএসও। ২৮ ডিসেম্বর সংগঠনের ৬৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হল দেশের অন্নদাতাদের চলমান আন্দোলনে সংহতি ও সরাসরি অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। ওই দিন কলকাতায় ৪৮ লেনিন সরণীর কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে শহিদ বেদিতে মাল্যদান ও রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ঘোষ, মাল্যদান করেন রাজ্য সম্পাদক মণিশংকর পট্টনায়ক এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সৌরভ ঘোষ।

এরপর সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে রক্তপতাকায় সুসজ্জিত, স্লোগানে মুখর শতাধিক ছাত্রছাত্রী মিছিল করে কলেজ স্কোয়ারে সমাবেশস্থলে যান। সেখানে বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বক্তব্য রাখেন। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবি ওঠে। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কলকাতা জেলা সভাপতি সুমন দাস। বক্তব্য রাখেন কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড আবু সাঈদ। সমাবেশের মুখ্য বক্তা ছিলেন মণিশংকর পট্টনায়ক। সমাবেশে গণসঙ্গীত ও কবিতা পরিবেশন করেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার অধিকার রক্ষার শপথ বুকে নিয়ে ফিরে যান।

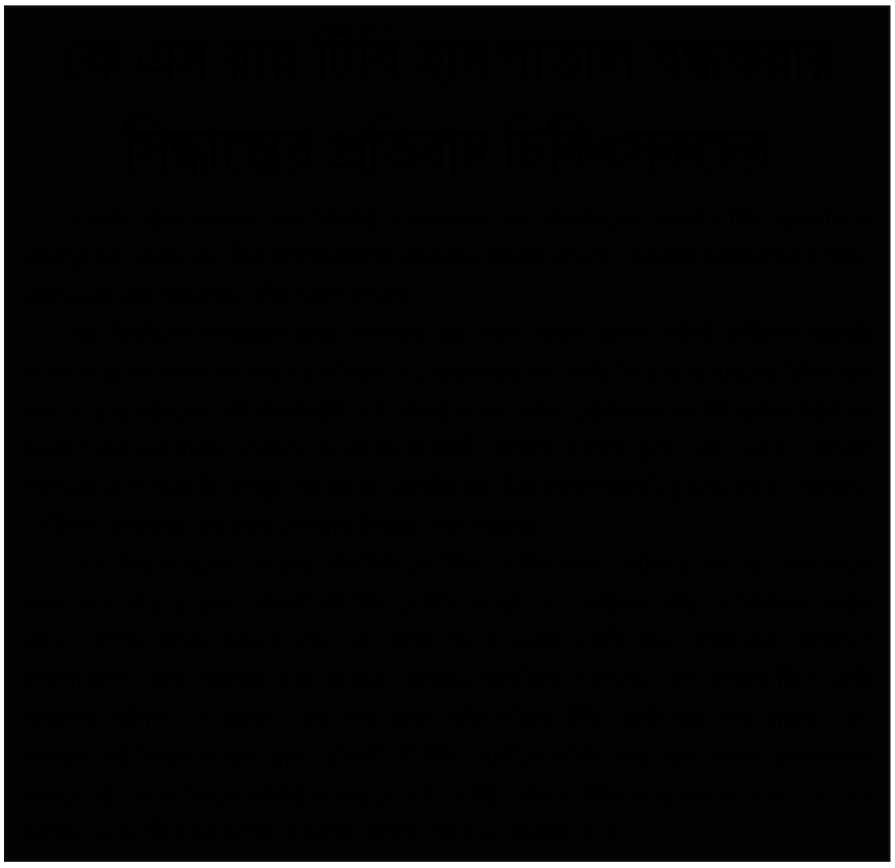

পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের মিছিলে পুলিশি হেনস্থা ও গ্রেপ্তার

পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের স্থায়ীকরণ, বেতন বৃদ্ধি, অবসরের বয়সসীমা বাড়ানো ও অবসরকালীন সুবিধার দাবিতে ২২ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের উদ্দেশে মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল। গত ১১ ডিসেম্বর সরকারের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত ঘোষণা করা হবে। কিন্তু তা না হওয়ায় এদিন বিক্ষোভ জমায়েতের ডাক দিয়েছিল পৌর স্বাস্থ্যকর্মীরা। শান্তিপূর্ণ মিছিল হাজরা মোড় থেকে কালীঘাটের উদ্দেশে রওনা হওয়ার সাথে সাথেই পুলিশ পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠিচার্জ করে। মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীদের হেনস্থা ও শ্লীলতাহানি করা হয় এবং ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার হন ৭০ জন (ছবি উপরে)। স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক ইসমত আরা খাতুন, পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক কেকা পাল ও পৌলোমী করঞ্জাই সহ রাজ্য কমিটির নেতৃত্বকে লালবাজার সেন্ট্রাল লকআপে সারাদিন আটক রাখা হয়।

এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং এর সাথে যুক্ত দোষী পুলিশদের শাস্তির দাবিতে সেদিনই বিভিন্ন পৌরসভায় ধিক্কার সভা হয় এবং পরদিন রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ দিবসে প্রতিটি পৌরসভায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সভানেত্রী সুচেতা কুণ্ডু বলেন, সরকারকে অবিলম্বে পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের ন্যায্য দাবিগুলির যৌক্তিকতা মেনে নির্দেশনামা জারি করতে হবে, না হলে আন্দোলন আরও জোরদার হবে।

কলকাতায় সংগঠনের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার ও হেনস্থার প্রতিবাদে বহরমপুরে বিক্ষোভ দেখান পৌর ও স্বাস্থ্যকর্মীরা

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com